দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 NOV 1998
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 6

34

নতুন বছরে নতুন বই

হোসনে আরা শাহেদ

'জানুয়ারীতে, পাঠ্যবই দোকানে পেতে চাই,' জনৈক শিক্ষার্থীর আবেদন পত্রিকার পাতায়। চিঠিটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। নইলে বছরের শুরুতে নতুন বই কিনতে পারার মতো স্বাভাবিক বিষয় নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে কেন?

নতুন বছরে নতুন ক্লাস। শিক্ষার্থীর মনে এই নতুনের যে শিহরণ, তা বর্ণনা করার নয়। এক কথায় বলা যায়, ক্লাস টপকানোর আকর্ষণ-ই হচ্ছে নতুন বই। নতুন বই যেন আনন্দের প্রতীক। প্রমোশন কার্ডের সঙ্গে থাকে নতুন বইয়ের তালিকা। নতুন তালিকার নতুন বই শিশু-কিশোর হৃদয়কে যেন সব পেয়েছির দেশে পৌঁছে দেয়। সব চেয়ে বড় কথা— এ এনে দেয় ছাত্র মনে আত্মবিশ্বাস।

এ বিচারে বলতে হয়, জানুয়ারী অর্থাৎ নতুন বছরের নতুন বইয়ের ব্যঞ্জনা ব্যাপক। ছোটকালে বাবার বা মামা-চাচার হাত ধরে ঘুরে ঘুরে বর্ণালি বইকেনার আনন্দময় অভিজ্ঞতা উজ্জ্বল হয়ে আছে আজও সবার মনে। বার্ষিক পরীক্ষার ভীতি ও বেদনা অবলীলাক্রমে সহনীয় হতে পেরেছে পরীক্ষার ফলাফল ভাল হবে এই আশায়। পরীক্ষায় ভালো করা মানেই নতুন ক্লাস, নতুন বুকলিষ্ট, নতুন বই। এতো নতুনের সমন্বয় ছাত্র মাত্রেরই হৃদয় উদ্বেল করে তুলেছে—ঘরে ফিরে কেবলি তাড়া ছিল মা-বাবার কাছে, 'কবে বই কিনতে যাবো, কবে?'

বই কিনতে অভিভাবকের সহযাত্রী হওয়া ছিল আবশ্যিক বায়না— সে বায়না এমন তীব্রভাবে আর কোন বিষয়ে ছিল না। বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন বই। প্রতিযোগিতার জন্য উন্নত মানের। ছাপা, বর্ণ, অলংকরণ যেমনি বিচিত্র, তেমনি সমৃদ্ধ। প্রাথমিক দেখায় মন কেড়েছে মলাট। প্রচ্ছদ দেখেই হাত বাড়িয়ে বইটি নিতে মন টেনেছে। হাতে নিয়ে খুললেই মুগ্ধ করেছে তার কাগজ; স্পর্শে যেমন মসৃণ, গন্ধে তেমন অপরূপ। নতুন যে গন্ধ আবিষ্ট করে তুলেছে মনকে। সব বই-ই ভালো, ভালো সব, সবগুলো। এমনকি ভালো লেগেছে বইয়ের বাদামী মোড়ক। ঘরে ফিরে খুলে খুলে দেখা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা—ক্লাসে পড়ার আগেই সব ছবি সব লেখা দেখা হয়ে গেছে শতবার। পুরনো ক্যালেণ্ডার বা ফুল-ফলের মোটা কাগজে মলাটের ওপর মলাট দিয়ে সযত্নে টেবিলে সাজিয়ে রাখাও ছিল আরেক কাজ।

ছেলেমানুষি বলে একে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ছেলেবেলার এই ছেলেমানুষি-ই যে আসলে মানুষ করে গড়ে তোলার সরাসরি সহায়ক, এ সত্য।

বইয়ের সবই যখন ভালো লাগে, তখন ভালো লাগে তার কথা-ও। বইয়ের সৌন্দর্য বক্তব্যের সারবত্তা গ্রহণে টানে। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে একথা খাটে। প্রথমেই কিন্তু বিষয়বস্তু নয়, প্রথমে বই। বয়সমাফিক বইয়ের বিষয় এবং বয়স অনুযায়ী-ই বইয়ের অলংকরণ। অলংকরণেও ক্রমে গাম্ভীর্য আসে, যেমন আসে বক্তব্যে। অবশেষে এক সময়ে বক্তব্য প্রধান হয়ে বই জুড়ে বসে, অলংকরণ নিষ্প্রয়োজন হয়ে চলে যায় অন্তরালে। এমন ক্ষেত্রেও সৌষ্ঠব প্রয়োজন হয়, সে সৌষ্ঠব বইয়ের চেহারার, মুদ্রণের।

পাঠ্যবই-ই টেনে নেয় আরও বইয়ের দিকে। উৎসাহ জাগায় স্কুলের তালিকায় নেই এমন বই পড়তে। এই বিশ্লেষণেও পাঠ্যবইয়ের অবদান অসামান্য। পাঠ্যসূচী কোনও কালেই অসীম হতে পারে না-কিন্তু পাঠের মধ্য দিয়েই সীমাহীন জ্ঞানচর্চার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ পাঠ্যবই মানুষের জীবনে নিরন্তর পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তোলার দিকদর্শন।

এই কারণেই পাঠ্য বইয়ের যে কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে—যদিও তাদের অজান্তে। কারণ, তারা বোঝে না, তবে ভালো লাগছে না, এ বলতে পারে না। ভালো না লাগলে ছোঁবে না, অর্থহীনভাবে পাতা ওল্টাবে না। ক্রমে বই সম্পর্কে বিরাগ ও ভীতি জন্ম নেবে। মজার ব্যাপার, সেই সঙ্গে দুঃখের-ও, এ সমাজে পাঠকের মন যদিও বা মূল্য পায়, শিক্ষার্থী পাঠকের মন মোটেও নয়। প্রথমত তাদের পাঠ্যবই গছিয়ে দিয়ে বাধ্যতামূলক পাঠে নিবিষ্ট করার চেষ্টা চলে এবং তা ব্যর্থ হয়।

বিস্মৃতি বা বিভ্রান্তি, কারণ যা-ই হোক, আমরা ছোটদের ওষুধ গেলানোর মতো এখন পাঠ্যবই দিচ্ছি। অভিভাবক ও শিক্ষকের চাপে তারা ঐসব নীরস, কাটখোট্টা বিষয়ের ও নিউজপ্রিন্টের বিবর্ণ পাতা ও ঝাপসা ছাপার শব্দ ও ছবিসর্বস্ব বই পড়ে, মুখস্ত করে, খাতায় নম্বর তোলে— তারপর বই থেকে দশ হাত দূরে থাকে। অর্থাৎ ফলাফলে চমক সৃষ্টি করে মেধাবী ছাত্র হলেও ল্যাপ্‌স রিডার হয়েই বড় হতে থাকে। ছাত্রের এই পাঠ নিস্পৃহতা পাঠকের মৃত্যুর শামিল। জীবন তার কাছে সর্ব অর্থে আবেদন তৈরি করলেও একটি বই তার আগ্রহ জাগাতে ব্যর্থ হবে। হচ্ছেও।

আমাদের বইয়ের জগত দূরে থাক্ এ মুহূর্তে, পাঠ্য বইয়ের দীনদশা হৃদয়বিদারক। শিথিল বাঁধাই, ছোট অক্ষর, কঠিন ভাষা, বৈচিত্র্যময় বানান-রীতি—শিক্ষার্থীর জন্য ভীতিকর। পাঠের জন্য, পরীক্ষার জন্য। আজকাল এস-এস-সি পর্যায়ে কবিতা মুখস্ত থাকে না, ভাগ্যিস থাকে না— এখন শিশু কিশোর কবিতা সত্যি কণ্ঠস্থ করতে চায় না। এ-ও লক্ষ্য না করার বিষয় নয়। ধারাপাতের অনেক কিছুই আর দুলে দুলে পড়তে হয় না, কড়া, গণ্ডা, পয়সা, সে সঙ্গে নামতা-ও না। বড়জোর নয় দশ অবদি, তারপর আর না। মুখস্ত করার প্রবণতার বিরুদ্ধে এ প্রতিবাদ কিনা জানা যায় না, তবে যুগকাল ধর্মের নামে মৌলিকতা বিকাশের জন্য যে এই পন্থা—তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু মৌলিকত্বের বিচ্ছুরণ ঘটানোর এ কোন অভিনব ধারা? যতো অধ্যয়ন, ততো অর্জন। অধীত বিষয় স্মৃতিতে জড়িয়ে গেলে তা তো শুভ লক্ষণ। পরিণত বয়সে আজও অনেকে স্মৃতি থেকে এমন সব উদ্ধৃতি দেন, যা তাঁদের পাঠ্যকালের আহরণ। অথবা যা তাঁদের গভীর মনোযোগের পাঠের ফল। মৌলিকতার জন্য চর্চার প্রয়োজন— এ স্বপ্নপ্রাপ্ত মাদুলির মতো আচমকা লভ্য নয়।

স্বাধীন দেশের নতুন চাহিদার সঙ্গে মিল ঘটানোর লক্ষ্যে অনেক পুরনোকে ছাড় দিয়ে নতুনকে গ্রহণ করা হয়েছে; লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক আছে; পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন আছে, তা-ও মানতে হবে; স্বীকার করতেই হবে— স্থিরসত্য বলে কিছু নেই, পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তিত হওয়াটাও জরুরী হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু প্রশ্ন—পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যদি বিভ্রান্তি ধরা পড়ে, তবে কি তাও সয়ে যেতে হবে? টেনে নিতে হবে আধুনিকতার দাবী বলে?

ভাবতে হবে। ভেবে দেখার দরকার আছে। জানুয়ারীর এক পাঠ্যবই আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে। নতুন বছরের নতুন বই শিক্ষার্থীর প্রাণ; আবার নির্ভুল নিত্য নতুন তথ্যের বই শিক্ষার মান। এ দু'টোই দরকার। জাতিকে যদি এগিয়ে নিতে হয়, তবে তার তরুণ শিক্ষার্থীর মুখে হাসি ও চোখে দীপ্তি ফোটানো চাই। এই হাসি ও দীপ্তির জন্য অমন বেশি কিছুর দরকার নেই— একটু যত্ন একটু দূরদর্শিতা ছাড়া। এইটুকু কি আমরা পারি না?